দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

266

শিক্ষাঙ্গন

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সেশন জট

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশের ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটও অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সেশন জটের মতো মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত। এখানে নতুন ভর্তির পর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরুর জন্য পুরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হয়। অথচ একই বোর্ডের অধীনে ইন্সটিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস, ইন্সটিটিউট অব গ্লাস এণ্ড সিরামিকস, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী এবং মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ অনেক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্যা নেই। থাকলেও এ সমস্যা নিরসনে বেশীর ভাগ ইন্সটিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা নিতে চলেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্বিকার। এ বছর আমরা যারা ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্র হিসাবে গত এপ্রিল মাসে ভর্তি হই তখন শোনা গিয়েছিল যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেশন জট দূরীকরণে কার্যকর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং এ ও শোনা গিয়েছিল যে, আমাদের ক্লাস ১৯৮৫-৮৬ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দুই শিফটের মাধ্যমে ডিসেম্বর জানুয়ারীতে শুরু করার ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের দুই শিফটের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা রকম হতাশায় ভুগছে। দুই শিফট শুরু করার ব্যাপারে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, শিক্ষকরা দুই শিফটে ক্লাস নিতে ইচ্ছুক কিন্তু তাদের নাকি এক শিফটের বেতন দেয়া হবে। এ জন্য শিক্ষকরা এক শিফটের ক্লাস নিয়ে থাকেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, কিছুদিন পূর্বে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সকল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষদের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের দুই শিফটের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করার একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট দুই সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের দুই শিফটের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করার কথা জানানো হয় এবং ক্লাশ শুরু করার জন্য প্রায় আট কোটি টাকার মত প্রয়োজন বলে একটি প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত আট কোটি টাকা মঞ্জুর করেন তবে আগামী ১৯৮৮ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দুই সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের দুই শিফটের মাধ্যমে ক্লাস শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়। এটি যদি সম্ভব হয় তবে ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ "সেশন জট" নামের অভিশাপ চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। পক্ষান্তরে টাকা মঞ্জুরি না হলে ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের উপরন্তু আর একটি বছর অর্থাৎ ক্লাস শুরুর জন্য তাদের কমপক্ষে দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তাদের ক্লাস ১৯৮৯ সনের আগে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে নিষ্ক্রিয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ একটু সতর্ক হলেই ভর্তিকৃত অর্থাৎ [illegible] সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের আর একটি মূল্যবান বছর নষ্ট হতো না এবং অতি-সহজেই সেশন জটের [illegible] সমস্যাটির অবসান ঘটতো। সং[illegible]য়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—মোঃ বদরুল ইসলাম,